রোহিঙ্গা নারীদের
দৈনিক প্রতিবন্ধকতা

বিস্তারিত প্রথম পৃষ্ঠায়

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত:
খাবার ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী ও আশ্রয়

বিস্তারিত তৃতীয় পৃষ্ঠায়

যা জানা জরুরি

রোহিঙ্গা সংকটে মানবিক সহায়তার ক্ষেত্রে পাওয়া মতামতের বুলেটিন

ইস্যু ২২ × বুধবার, ২০ মার্চ ২০১৯

রোহিঙ্গা নারীদের দৈনিক প্রতিবন্ধকতা

উৎস: অক্টোবর ২০১৮ থেকে জানুয়ারি ২০১৯ সময়কালে, ক্যাম্প নম্বর ১ই, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮ডব্লিউ, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২২, ২৩, ২৪ এবং ২৫ (N=৬৯৭৭) থেকে, আই.ও.এম, এসিএফ এবং একশন এইড বাংলাদেশ দ্বারা সংগৃহীত কমিউনিটি মতামত বিশেষ করে রোহিঙ্গা নারীদের। এছাড়াও, এই বিষয়গুলো অনুসন্ধানে ক্যাম্প ২ এর রোহিঙ্গা পুরুষ ও নারীদের সাথে ফোকাস গ্রুপ আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

প্রত্যেকের জন্যে ক্যাম্পের জীবন কঠিন হলেও, সম্প্রদায়ের প্রতিক্রিয়ায় দেখে গেছে যে, রোহিঙ্গা নারীরা প্রত্যেকদিন বিশেষ চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন। সম্প্রদায়ের মতামত এবং ফোকাস গ্রুপ আলোচনা থেকে তথ্য একত্রিত করে, এই নিবন্ধে একজন রোহিঙ্গা নারীর প্রাত্যহিক জীবনের রূপরেখা তৈরি করা হয়েছে।

একজন রোহিঙ্গা নারী খুব সকালে ঘুম থেকে উঠে দিন শুরু করেন। টয়লেটের অভাব এবং পুরুষ ও নারীদের জন্য আলাদা টয়লেট না থাকার কারণে নারীরা খুব ভোরে ল্যাট্রিন এবং বাথরুম ব্যবহারের চেষ্টা করেন, সেই সময়টায় এগুলো কম ব্যস্ত থাকে। তবুও, ততক্ষণে বেশ কয়েকজন পুরুষ চলে আসে আর নারীরা একই সারিতে পুরুষদের সাথে দাঁড়িয়ে টয়লেট সুবিধা ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করেন। উপরন্তু, শৌচাগারগুলো প্রায়শই বহু সংখ্যক মানুষ ব্যবহার করার ফলে খুব দ্রুত ভরাট হয়ে যায় আর তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে ওঠে। রাতে টয়লেটে যাওয়ার সময় নারীরা তাদের সাথে পরিবারের একজন পুরুষ সদস্য নিয়ে যান, কারণ শৌচাগার সাধারণত কিছুটা দূরে অবস্থিত এবং তারা অন্ধকারে একা যেতে চান না।

> “যখন একজন পুরুষ মানুষ কাছাকাছি আরেকটি টয়লেট ব্যবহার করে, তখন আমি টয়লেট ব্যবহার করতে লজ্জা বোধ করি। তাই, ওই পুরুষ মানুষটি চলে যাওয়া পর্যন্ত আমি অপেক্ষা করি, যাতে আমি টয়লেট ব্যবহার করতে পারি। টয়লেটের সংখ্যা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২৫, ক্যাম্প ২

কিছু পরিবারের পুরুষরা ঘরের কাছাকাছি একটি গর্ত খনন করে পরিস্থিতি মোকাবিলা করার চেষ্টা করেছে, বা জরুরি ক্ষেত্রে ল্যাট্রিন হিসাবে বাড়ির একটি কোণা ব্যবহার করে, তবে এই বিকল্প সমূহ নারীদের ব্যবহারের জন্য উপলব্ধ নয়। ক্যাম্পগুলোতে শুধুমাত্র-নারীদের জন্য বাথরুমের অভাব মানে হল নারীরা গোসলের এবং নিজেকে পরিষ্কার রাখার চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হন।

ফ্রেশ হওয়ার পর, রোহিঙ্গা নারীরা সকালের নামাজ (ফজর) আদায় করেন এবং তারপর পান করার ও ঘরে ব্যবহারের জন্য পানি সংগ্রহ করতে চলে যান। পানির উৎস প্রায়শই তাদের ঘর থেকে অনেক দূরে হয় এবং ক্যাম্পে নলকূপের সংখ্যা কম হওয়ার কারণে তাদের পানি সংগ্রহের

পরিমাণগত তথ্য বিশ্লেষণ থেকে মূল ফলাফল –

- নারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার ৪৮% ছিল ত্রাণ সম্পর্কিত বিষয়। বেশিরভাগ (৩৩%) এর মতামত ছিল তারা ত্রাণ কার্ড পাননি, অথবা কার্ড হারিয়ে ফেলেছেন, এবং ২৬% নারী যারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্য নয় এমন সামগ্রী পাননি।
- নারীদের কাছ থেকে প্রাপ্ত ২৭% প্রতিক্রিয়া ছিল ওয়াশ সম্পর্কিত, তার প্রায় ৪৪% প্রতিক্রিয়া ছিল পানি সম্পর্কিত।
- নারীদের কাছ থেকে ওয়াশ সংক্রান্ত অভিযোগের মধ্যে ১৭% স্বাস্থ্যকর কিটের জন্য অনুরোধ ছিল।
- ক্যাম্প ২৩ (যেখানে ওয়াশ সম্পর্কিত ৯৮% প্রতিক্রিয়া ছিল একটি স্বাস্থ্যকর কিটের অনুরোধ), ক্যাম্প ১৯ (৫২%) এবং ক্যাম্প ১০ (৪০%) এ স্বাস্থ্যকর কিটের প্রয়োজনীয়তা সর্বোচ্চ বলে প্রতিয়মান হয়েছে।

জন্য লম্বা সারিতে দাঁড়িয়ে থাকতে হয়। কখনও কখনও তারা পানি সংগ্রহ করতে তাদের সন্তানদের পাঠান। পানি সংগ্রহের চ্যালেঞ্জের ফলে, নারীরা বলেছেন যে তারা গোসল এবং বাসনপত্র ধোয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পানির চেয়ে কম পানি ব্যবহার করেন। পান করার পানি বিশুদ্ধ করা তাদের জন্য কঠিন, কারণ বড় কন্টেইনারের জন্যে অনুরোধ করার পরেও, তাদের শুধু ছোট বাটি এবং পাত্র দেয়া হয়েছিল। পানি পরিষ্কার করার ট্যাবলেট ব্যবহার করার কারণে, তারা পানির স্বাদ খারাপ মনে করে।

পানি সংগ্রহ করে বাড়ি ফেরার পরে, রোহিঙ্গা নারীদের পরিবারের জন্য খাবার রান্না শুরু করতে হয়, আর তার সাথে আরো অনেক চ্যালেঞ্জ আসে। বেশিরভাগ রোহিঙ্গা নারীর গ্যাস স্টোভ নেই এবং তারা সাধারণত মাটির চুলা ব্যবহার করে রান্না করে। জ্বালানি কাঠের অভাবে তারা প্রায়ই শুকনো পাতা ও প্লাস্টিক সংগ্রহ করে পুড়িয়ে রান্না করে। কিন্তু এই সকল উপকরণ পোড়ানোর ফলে তাদের চোখ জ্বালাপোড়া করে এবং ধোঁয়ার কারণে মাঝে মাঝে তারা অসুস্থ বোধ করে।

> “আমরা কাঠের বিকল্প হিসাবে প্লাস্টিক এবং শুকনো পাতা ব্যবহার করি। এতে আমাদের চোখ জ্বালাপোড়া করে এবং ধোঁয়া দিয়ে ঘর ভরে যায়।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ২

খোলা জায়গার অভাবে, তাদের ঘরের ভিতরে রান্না করতে হয়, ওই একই স্থানে যা তারা খাওয়া এবং ঘুমের জন্য ব্যবহার করে। এছাড়া, তাদের পর্যাপ্ত রান্নার পাত্র নেই, যার অর্থ খাবার রান্না করার জন্য আরো বেশি সময় লাগে। ফলস্বরূপ, তারা সন্তানদের যত্ন নেয়ার জন্য পর্যাপ্ত সময় দিতে পারে না।

পরিবারের জন্যে যথেষ্ট পরিমাণ খাবার রান্না করা অনেকের জন্যই একটি সংগ্রাম। যদিও কিছু রোহিঙ্গা নারী তাদের প্রাপ্ত ত্রাণ সামগ্রী নিয়ে খুশি; অন্যরা ব্যাখ্যা করেন যে, তাদের প্রাপ্ত চালের পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে এবং এখন তা আর যথেষ্ট নয়।

> “ত্রাণ হিসেবে প্রাপ্ত খাবারের পরিমাণ আমাদের জন্যে যথেষ্ট নয়। এমনকি আমরা যদি কমও খাই, আমরা বড়জোর ২৩ দিন খেতে পারি এবং অবশিষ্ট ৭ দিন আমাদের ক্ষুধার্ত থাকতে হয়।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ২২, ক্যাম্প ২

কিছু নারী বলেন যে তাদের পাত্র এবং বাসনের অভাব রয়েছে, যার মানে তাদের পরিবারের সদস্যদের একজনের পরে আরেকজনকে খেতে হয়, এবং তারা সবাই একসাথে একই সময়ে খেতে পারে না। কেউ কেউ উল্লেখ করেছেন যে মাটিতে বসে খাবার রান্না করায় নারীদের জন্য স্বাস্থ্য ঝুঁকিও সৃষ্টি করে। তাছাড়া, তারা উল্লেখ করেছে যে তারা মাংস এবং মাছ পাচ্ছেন না, যা তাদের পরিবারের স্বাস্থ্য প্রভাবিত করে। নারীরা ত্রাণ থেকে প্রাপ্ত আলু দিয়ে আলুর চপ (সিদ্ধ করে ভাজা), ডিম অথবা শুঁটকি বিকল্প হিসেবে রান্না করেন এবং তাদের সন্তানদের সান্ত্বনা দেন, শিশুরা প্রায়ই মাছ এবং মাংসের জন্যে কান্না করে।

রান্না করা ও শিশুদের খাওয়ানোর পর, কিছু রোহিঙ্গা নারী তাদের সন্তানদের একটি শিক্ষা কেন্দ্রে পাঠায়। তারা তাদের সন্তানদের নিরাপত্তা নিয়ে শঙ্কিত, এবং তারা চিন্তিত যে শিশুরা অপহৃত হতে পারে বা হারিয়ে যেতে পারে। তারা শুনেছে যে স্থানীয়দের দ্বারা পাঁচটি শিশুকে হত্যা করা হয়েছে, সেই কারণে কিছু রোহিঙ্গা নারী তাদের সন্তানদের তাদের দৃষ্টির বাইরে যেতে দেন না।

তারা সাধারণত দুপুরের খাবারের পরে বিশ্রাম নেয়, রাতের খাবার প্রস্তুত করার আগ পর্যন্ত। দুপুরের খাবারের পর, (আসর) এর নামাজের পর তারা মাঝে মাঝে ব্লকের অন্যান্য রোহিঙ্গা নারীদের সাথে খোশগল্প করেন। সাধারণত সন্ধ্যার (মাগরিব) নামাজের আগ পর্যন্ত তাদের কিছু সময় অবসর থাকে। রোহিঙ্গা নারীদের অনেকেই বলেছিলেন যে তারা অবসর সময়ে সেলাই করে কিছু টাকা উপার্জন করতে চান, কিন্তু তাদের সেলাইয়ের সরঞ্জাম বা সন্ধ্যায় কোনো আলোর ব্যবস্থা নেই।

সন্ধ্যার নামাজের পর, তাদের পরিবারে সময় দিতে হয়। দিনশেষে, নারীরা রাতের খাবার গ্রহন করে এবং দিনের শেষ নামাজ (ইশা) আদায় করে ঘুমিয়ে যান। তারা তাড়াতাড়ি ঘুমাতে যেতে এবং ঘুম থেকে উঠতে পছন্দ করেন, কারণ রাত্রে বিদ্যুৎ নেই এবং সবকিছু অন্ধকারে থাকে।

রোহিঙ্গা নারীদের জন্যে ঋতুস্রাবের সময়ে দৈনন্দিন সংগ্রাম আরো বেশি কঠিন হয়ে পরে, এবং তাদের পর্যাপ্ত প্যাড, কাপড় এবং সাবানের প্রয়োজন হয়। ১৫-২৪ বছর বয়সী নারীরা উল্লেখ করেছেন যে বেশ কয়েকটি কারণে স্বাস্থ্যবিধি বজায় রাখা কঠিন। প্রথমত, তাদের বোরখা পরে টয়লেট যেতে হয়। দ্বিতীয়ত, তাদের পর্যাপ্ত সাবান নেই। নিজেদের গোসলের জন্যে এবং স্যানিটারি প্যাডের কাপড়গুলো ধোয়ার জন্যে তারা একই সাবান ব্যবহার করতে পারে না। তৃতীয়ত, কাপড় শুকানোর জন্য তাদের পর্যাপ্ত জায়গা নেই, যা শুকোতে হলে সাধারণত কমপক্ষে দুই দিন সময় লাগে। কখনও কখনও তারা অর্ধেক ভেজা কাপড় ব্যবহার করেন, যা স্বাস্থ্য সমস্যার কারণ হতে পারে।

> “মাসিকের সময়, কাপড় শুকোতে গিয়ে আমি অনেক সমস্যার সম্মুখীন হই, কারণ জায়গা খুবই ছোট। এই কাপড় শুকোতে প্রায় দুই দিন লাগে। কখনও কখনও আমি অর্ধেক ভেজা কাপড় পরি, যার ফলে আমাদের ব্যক্তিগত অঙ্গগুলোতে স্বাস্থ্য সমস্যা দেখা দেয়।”
>
> – রোহিঙ্গা নারী, ১৮, ক্যাম্প ২

কিছু নারী নিকটস্থ চিকিৎসা কেন্দ্রে এই স্বাস্থ্য সমস্যাগুলোর ব্যাপারে সাহায্যের জন্য গিয়েছেন, কিন্তু সেখানে তারা সঠিক চিকিৎসা পাচ্ছেন বলে মনে করেন না এবং চিকিৎসা কেন্দ্রে সামনে রোগীদের লম্বা সারি থাকলে কখনও কখনও চিকিৎসা কেন্দ্রের কর্মীরা রোগীদের চলে যেতে বলেন।

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের মতামত:

খাবার ছাড়া অন্যান্য সামগ্রী ও আশ্রয়

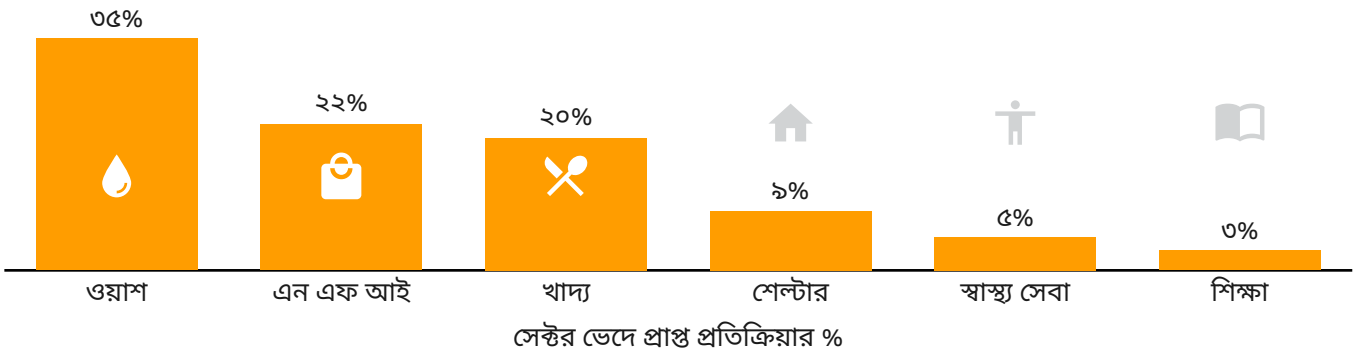

সেক্টর ভেদে প্রাপ্ত প্রতিক্রিয়ার %

উৎস: জানুয়ারি ৩১ ও ফেব্রুয়ারি ১৫ এর মধ্যে ক্যাম্প ১পূ, ১প, ২পূ, ২প, ৩, ৪ এবং ৪-এক্সটেনশন থেকে কোবোকালেক্ট অ্যাপের সাহায্যে ইন্টারনিউজ প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ দলের সংগ্রহ করা অভিমত। মোট, ৩৩৭টি প্রতিক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হয়েছে এবং শীর্ষ পাঁচটি বিষয় সনাক্ত করা হয়েছে, *যা জানা জরুরি*-এর এই সংখ্যার জন্য। বিশেষ করে আশ্রয় এবং এনএফআই সম্পর্কে মোট ৬৫টি প্রতিক্রিয়া ছিল। সনাক্ত হওয়া বিষয়গুলো গভীরভাবে বিশ্লেষণ করতে, বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন ক্যাম্প ২ এ চারটি ফোকাস গ্রুপ (দুটি পুরুষদের সাথে এবং দুটি নারীদের সাথে) আলোচনা করে। ইংরেজি ও বাংলা লিপি ব্যবহার করে রোহিঙ্গা ভাষার মতামতগুলো সংগ্রহ করা হয়।

ইন্টারনিউজ

জানুয়ারি ৩১ – ফেব্রুয়ারি ১৮, ২০১৯

মোট মতামত		
৩৩৭	২০৪	১৩৩

রোহিঙ্গা সম্প্রদায় আশ্রয় এবং খাদ্য ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে

ফেব্রুয়ারি মাসের প্রথম দুই সপ্তাহে যে সকল জনগোষ্ঠীর সদস্যরা মতামত প্রদান করে তারা আশ্রয় ও খাবার ছাড়া অন্যান্য জিনিসপত্র (এনএফআই) এর জন্য নির্মাণ সামগ্রীর মান ও সরবরাহ সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করে। প্রধান আশ্রয় এবং এনএফআই-সংক্রান্ত উদ্বেগের মধ্যে রয়েছে:

- সরবরাহকৃত নির্মাণ সামগ্রী কঠিন আবহাওয়া থেকে পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করে না
- উপাদানগুলো নষ্ট হয়ে গেছে এবং প্রতিস্থাপন করা প্রয়োজন
- অতিরিক্ত জিনিস হিসাবে সৌর ব্যাটারি এবং পাখা প্রয়োজন হয়
- সাবান এবং কাপড়ের অপর্যাপ্ত সরবরাহ
- অনেক আশ্রয়কেন্দ্রের ধারণ ক্ষমতা পরিবারের আকার অনুপাতে নয়

রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের মতে, বেশিরভাগ ক্যাম্পে বিতরণকৃত আশ্রয় সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে বাঁশ এবং পলিথিন এবং ত্রিপল এই উপকরণগুলো কঠিন আবহাওয়ার সময় ঠান্ডা তাপমাত্রা এবং বায়ু থেকে তাদের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে উপযুক্ত সুরক্ষা দেয় না। বাতাস থেকে আশ্রয়কেন্দ্রগুলোকে নিরাপদ রাখতে বর্তমান উপায় খুবই কষ্টকর এবং কীভাবে বাতাসের ঝাপটায় ত্রিপল ছিড়ে বাতাস ঢুকে এবং বাঁশের কাঠামো ভেঙে যায় তা শরণার্থীরা বর্ণনা করেছে। সাম্প্রতিক মতামতে মার্চের শুরুতে শুরু হতে যাওয়া গ্রীষ্মকালের প্রস্তুতি নিয়ে উদ্বেগ বৃদ্ধি নির্দেশ করে। গত বছরের গ্রীষ্মকালীন ঋতুতে বসবাসকারী সম্প্রদায়ের সদস্যরা তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার এবং আসন্ন গরম ঋতুতে পর্যাপ্ত ছায়া পাওয়ার বিষয়ে তাদের আশঙ্কা প্রকাশ করে।

> “আমাদের ঘর খুব দুর্বল হয়ে গেছে। আমরা এখনও কোনো বাঁশ এবং প্লাস্টিকের শীট পাই নাই। ঘরের চারপাশ ভেঙে গেছে। রাতে, অনেক বাতাস ঘর প্রবেশ করে। ঠান্ডা আবহাওয়ার কারণে আমরা রাতে ঘুমাতে পারি না ... ”
>
> – নারী, ৩৫, ক্যাম্প ৪

নারী উত্তরদাতাদের কাছ থেকে সংগৃহীত প্রতিক্রিয়ায় দেখায় যে তারা আসন্ন গরম ঋতুতে তাদের অবস্থা আরো কঠিন হবে বলে মনে করে। নারীরা গোপনীয়তা এবং স্থানের উপর নির্ভর করে কিছু কর্মকাণ্ড করে যেমন প্রার্থনা। অনেক আশ্রয়স্থলে ব্যবহৃত ছাদটি তাপ ভালভাবে রোধ করে না বা প্রতিফলন করে না এবং তারা বলে যে দিনের ‘অসহনীয়’ উচ্চ তাপমাত্রা তাদের ঘরের ভিতরে থাকা কঠিন করে তোলে।

> “আমরা খুব উদ্বিগ্ন কারণ গরম ঋতু আসছে। গরম ঋতুতে, আমরা বাড়ির প্লাস্টিকের ছাদের নিচে থাকতে পারি না। ঘর গরম হয়ে গেলে আমরা সঠিক সময়ে নামাজ আদায় করতে পারি না। এটি কোন এনজিওকে জানাতে পারলে খুব ভাল হবে।”
>
> – নারী, ৪৫, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

সম্প্রদায়ের মতে, বিভিন্ন ক্যাম্পগুলোতে কীটপতঙ্গ, ক্ষয় এবং বাতাস আশ্রয়ের উপাদানগুলো নষ্ট করে। আশ্রয়ের কাঠামো

তৈরিতে ব্যবহৃত বাঁশে পোকামাকড় ধরে ও পানিতে ক্ষতির আশঙ্কায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। রোহিঙ্গা উত্তরদাতারা পরামর্শ দেন নতুন বাঁশ এবং ত্রিপল বিতরণের যা ভাঙা ও নষ্ট হয়ে যাওয়া উপকরণগুলো প্রতিস্থাপন করে আসন্ন গরম ঋতুর জন্য তাদের প্রস্তুত হতে এবং তাদের আশ্রয়গুলো কাঠামগতভাবে শক্তিশালী করতে সহায়তা করবে। এছাড়াও, ক্যাম্প ১ পশ্চিম এর এক নারী উত্তরদাতা পরামর্শ দেন যে সোলার ব্যাটারি এবং পাখা দেয়া হলে তা তাদের জন্য উপকারী হবে। বর্তমানে, ক্যাম্পে ব্যক্তিগত আশ্রয়ে পাখা দেয়া হয় না।

> “আমরা আমাদের বাড়ির ছোট আকার নিয়ে উদ্বিগ্ন। যখন আমাদের জন্য বাড়ির ব্যবস্থা করা হয়েছিল, একটি ৭ সদস্যের পরিবার আর ৩ সদস্যের পরিবারকে একই আকারের ঘর দেয়া হয়েছিল ...।”
>
> – পুরুষ, ৫৫, ক্যাম্প ২ পূর্ব

উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ক্যাম্পে বিভিন্ন পরিবারের জন্য আশ্রয়ের আকার একটি বিষয় হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে। আশ্রয়স্থল এবং এনএফআই সম্পর্কে কমিউনিটি সদস্যরা উদ্বিগ্ন, বিশেষ করে বৃহত্তর পরিবারগুলো, ছোট পরিবারের সমান আকারের আশ্রয় পেয়েছে। পরিবারের আকার এবং উপলব্ধ স্থানের পরিমাণের ভিত্তিতে সাধারণত আশ্রয়ের আকার নির্ধারিত হয়। পরিবারের সকলের জন্য পর্যাপ্ত স্থান না থাকা দ্বন্দ্ব এবং নিরাপত্তা ইস্যু তৈরি করতে পারে। বেশ কয়েক মাস ধরে বৃহত্তর পরিবারের জন্য পর্যাপ্ত থাকার প্রয়োজনীয়তার কথা উল্লেখ করা হয়েছে এবং এই বিষয়ে নিষ্ক্রিয়তার কারণে অনেকেই উদ্বিগ্ন এবং ভীত যে তারা তাদের পরিবারের জন্য প্রয়োজনীয় স্থান পাবে না।

> “... যখন আমরা এখানে প্রথম এসেছিলাম, সেনাবাহিনী আমাদের বান্ডেলের ভিতরে কিছু কাপড় দিয়েছিল ... যেসব পোশাক আমাদের শরীরে পরিহিত ছিল তা এখানে দুর্বল ও ছিড়ে গেছে। যদি আমরা স্নান করি, প্রথমে একজন ব্যক্তি কাপড় ব্যবহার করে এবং তার গোসলের পরে শুকিয়ে গেলে অন্য ব্যক্তি এটি পরিধান করতে পারেন। আমাদের কোন অতিরিক্ত জামাকাপড় নেই এবং এমনকি আমরা নামাজ আদায় করতেও সমস্যার মুখোমুখি হই ... যে পোশাক আমরা নিয়মিত পরিধান করি তা এতটাই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়েছে যে আমরা এটি পরিধান করে বাইরে যেতে পারি না। আমার পরার মত অন্য কোন পোশাক নেই। জামাকাপড় নিয়ে আমাদের এমন সমস্যা আছে ... ”
>
> – নারী, ৪০, ক্যাম্প ১ পশ্চিম

সাম্প্রতিক মতামতগুলোতে ক্যাম্পে জরুরি প্রয়োজনীয় এনএফআই এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। সম্প্রদায়ের মতে অনেক এনএফআই এর বিতরণ অসঙ্গতিপূর্ণ হয়েছে এবং এটি জীবনকে কঠিন করেছে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, এটি ক্যাম্পে গতিশীলতার উপরও প্রভাব ফেলেছে। পোশাক, সাবান এবং রান্নার পাত্র সবচেয়ে বেশি অনুরোধ করা সামগ্রী। রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সদস্যদের আয় ছাড়া মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণের চ্যালেঞ্জগুলো বর্ণনা করে। অনেকেই জানিয়েছেন যে তাদের পোশাক ও অন্যান্য এনএফআই সরবরাহ করা হয়েছিল তা শেষের দিকে এবং তাতে আর বেশি সময় কাটবে না।

উত্তরদাতারা জোর দিয়ে বলেছেন যে পোশাক তাদের জন্য বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি তাদের শালীনতা বজায় রাখতে এবং বাইরে যেতে নারীদের জন্য সহজ করে। অনেক নারীরা থামি (স্কার্ট এবং ব্লাউজের একটি ঐতিহ্যবাহী পোষাক) চেয়ে অনুরোধ করেছেন যা তারা পরিধান করতে অভ্যস্ত এবং জলবায়ুতে উপযুক্ত। অব্যবহৃত কাপড় এবং পুরানো জামাকাপড়ের পূর্ববর্তী বিতরণগুলো সম্প্রদায়ের চাহিদা যথেষ্ট পরিমাণে পূরণ করেনি, কারণ অনেকেই নিজেদের পোশাক তৈরি করতে সমর্থ ছিল না এবং সেগুলো কাউকে দিয়ে সিলিয়ে নেয়ার খরচও তাদের বহন করা সম্ভব ছিলনা।

> “...আমরা একটি এনজিও এবং সিসিডিবি থেকে কিছু গোসলের সাবান এবং লন্ড্রি সাবান পেয়েছিলাম। তাই, সেই সময়ে, আমরা আমাদের শরীর এবং কাপড় পরিষ্কার রাখতে পেরেছি। সাবানের অভাবে গোসল করতে না পেরে এবং ঠিকমতো কাপড় ধুয়ে পরিষ্কার করতে না পারার কারণে আমরা বিভিন্ন রকমের চর্ম রোগে আক্রান্ত হয়েছি ...।”
>
> – নারী, ৩৫, ক্যাম্প ৩

রোহিঙ্গা মানুষদের অনেকেই অসঙ্গতিপূর্ণ সাবান বিতরণের কারণে জামা কাপড় ধোয়া এবং ব্যক্তিগত পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে সমস্যাগুলোর কথা বলেছেন। ক্যাম্প ৩-এ, নারীরা আরো বেশি সময়ের জন্য সাবান না পাওয়ায় উদ্বিগ্ন। অন্যান্য এনএফআইগুলোর জন্য অনুরোধ মূলত রান্নার পাত্র ও থালা বাসনের ছিল যাতে খাবার প্রস্তুতে তাদের উপকারে আসে কারণ অনেক নারীর এগুলো কেনার মত আয় ছিল না।

বিবিসি মিডিয়া অ্যাকশন, ইন্টারনিউজ এবং ট্রান্সলেটর্স উইদাউট বর্ডার্স মিলিত ভাবে রোহিঙ্গা সংকটে ক্ষতিগ্রস্ত জনসাধারণের কাছ থেকে মতামত সংগ্রহ করা এবং সেগুলো সংকলিত করার কাজ করছে। এই সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনটির উদ্দেশ্য হল বিভিন্ন বিভাগগুলোকে রোহিঙ্গা এবং আশ্রয়দাতা (বাংলাদেশী) সম্প্রদায়ের থেকে পাওয়া বিভিন্ন মতামতের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া, যাতে তারা জনগোষ্ঠীগুলোর চাহিদা এবং পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টি বিবেচনা করে ত্রাণের কাজ আরও ভালোভাবে পরিকল্পনা এবং বাস্তবায়ন করতে পারে।

এই কাজটি আই.ও.এম, জাতিসংঘ অভিবাসন সংস্থার সহযোগিতায় করা হচ্ছে এবং এটির জন্য অর্থ সরবরাহ করেছে ই.ইউ হিউম্যানিটেরিয়ান এইড এবং ইউকে ডিপার্টমেন্ট ফর ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট।

'*যা জানা জরুরি*' সম্পর্কে আপনার যেকোনো মন্তব্য, প্রশ্ন অথবা মতামত, info@cxbfeedback.org ঠিকানায় ইমেইল করে জানাতে পারেন।

এখানে প্রকাশিত বক্তব্যকে কোনোভাবেই ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের আনুষ্ঠানিক বক্তব্য হিসেবে, বা যুক্তরাজ্যের সরকারের সরকারি নীতি হিসেবে গণ্য করা উচিৎ নয়।